শাতিমঃ অপরাধ
ও শাস্তির
পর্যালোচনা

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামে Al Khattabi একাউন্ট থেকে

Table of Contents

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ।

শাতিমের ব্যাপারে ইসলামের শত্রুরা মূলত বাক-স্বাধীনতার কার্ড ব্যবহার করে। কথিত পরম স্বাধীনতার বিশদ খণ্ডন 'বিশ্বাসের স্বাধীনতা' নামক বইয়ে মাওলানা মামুনুর রশীদ ও মুফতি মুজাহিদুল ইসলাম যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বইয়ের যুক্তি তর্কের আলোকে অন্তত এই কথা বলা যায় যে, বাক-স্বাধীনতার উপর সীমারেখা আরোপ করা জরুরি এবং সীমা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য।

এই আলোচনায় একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হবে। শুরুতে দেখার চেষ্টা করা হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা খারাপ কাজ কিনা। এই প্রেক্ষিতে বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রস্তাবিত নীতিশাস্ত্রের আলোকে বিচার করার চেষ্টা করা হবে।

এধরনের আলোচনা দাওয়াতের কাজে ও শাতিমের শাস্তি নিয়ে দ্বিধান্বিত প্রাথমিক পর্যায়ের ভাইদের উপকারে আসতে পারে।

সম্মানের মর্যাদা হনন

একজন তরুণ সালাফী বক্তা শাতিম হত্যাকে অনেকটা ডুয়েল লড়ার মত উপমা দিয়েছেন।

- মানব ইতিহাস জুড়ে বিস্তর ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির মাঝে সম্মান রক্ষার্থে এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা জনক এবং ভাইস প্রেসিডেন্টও এরকম কাজে অংশ নিয়েছেন। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দী অবধি কোড ডুয়েলো বিদ্যমান ছিল।
- আবার জার্মানিতে অনেক ক্ষেত্রে যখন প্রমাণাদি দ্বারা বিচারের রায় দেয়া সম্ভব হয় না। তখন লড়াইয়ের দ্বারা মীমাংসা করা হত। যেহেতু ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চিন্তার কাঠামো এতই স্বতন্ত্র যে এগুলোর মধ্যে সমতা করা যাবে না। তাই রাখাল রাহাকে ১৬ কোটি মুসলিম হত্যা করে নিজের জীবন বাচানোর সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

- জাপানের সামুরাইয়ের কেনজুতসু, কুমিতে সংস্কৃতিতে প্রতিপক্ষকে আমৃত্যু লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জের প্রথা আছে। সম্মানকে যে ব্যক্তির অধিকৃত সম্পদ মনে করা হয় তা সেপ্পুকু বা হারাকিরি প্রথা থেকেও স্পষ্ট। একজন সেকুলার কোন আদর্শে বিশ্বাস করে না। সে বস্তুবাদী। তার কাছে আত্মমর্যাদার কোন মূল্য নেই।
- ভিয়েতনামে ক্যাথোলিক সরকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর নির্যাতন- নিপীড়ন চালালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থিচ কুয়াং দুক ব্যস্ত চৌরাস্তায় আত্মদাহ করে সরকারকে জানিয়ে দেন যে, বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে কোন ছাড় দিবে না।
- নর্স সংস্কৃতির ভাইকিংরা একইভাবে holmgang, আজটেক যোদ্ধারা "tlachtli" বা "xochiyaoyotl" লড়াইয়ে অংশ নিত নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য ।

এই উদাহরণগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে, সম্মান বাচানোর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা আবহমান কাল থেকে প্রচলিত । ব্যক্তির সম্মানকে লঙ্ঘনীয় মনে করার ইতিহাস ১০০ বছরের কিছু বেশি । এগুলির প্রায় কোনটাই ইসলাম সমর্থন না করলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অনুরূপ হুকুম ইসলামে বিদ্যমান আছে বলা যায়।

কটূক্তির মূল্যায়ন

1। ফলবাদ (consequentialism) এবং সুখবাদ

এই তত্ত্বের দাবি, কাজের ফলাফল সমাজের ক্ষতির কারণ হলে কাজটি খারাপ।

তত্ত্বটির প্রধান কিছু সমস্যা হল,

- এটা কিছুটা বৃত্তাকার যুক্তি। কারণ সমাজের জন্য খারাপ হলে কাজটা খারাপ; 'খারাপ'-কে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।
- তাছাড়া কর্ম সংঘটিত হবার আগে তা ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করা যায় না।
- অনেক ক্ষেত্রে কর্মের বহুমুখী প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এবং ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় প্রভাব থাকে, যা এত জটিল জালের মত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, মোটের উপর কাজটি ভাল নাকি মন্দ নির্ণয় করা যায় না।
- সুখ ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়, আপেক্ষিক ব্যাপার।

- আত্মীয়তার বন্ধনের কোন মূল্য থাকে না। কারণ, আগন্তুক এবং আত্মীয়ের হকের তুলনায় সুখ প্রাধান্য পায়।
- সংখ্যালঘুর সুখ উপেক্ষিত হয়।
- মানুষের কাছে সকল সুখ সমান মূল্য রাখে না।
- বাস্তবতার উপরে সুখকে প্রাধান্য দেয়।
- দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল নিয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। আপাতত কিছু ভাল মনে হতেই পারে।

কটূক্তির ফলাফল

এত এত সমস্যার পরেও শাতিমের কাজকে মূল্যায়ন করা যাক-

1। কটূক্তির ফলে সমাজে অস্থিরতা বাড়ে; মিছিল, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ দাঙ্গা কিংবা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় রূপ নিতে পারে। এই ধরনের অস্থিরতা পাশের অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে ছড়িয়ে যায়। সভ্য দেশেই রাজনৈতিক কটূক্তি কেন্দ্র করে পুলিশকে সতর্ক অবস্থানে যেতে হয় https://www.msn.com/en-gb/politics/government/riot-van-turns-up-at-oldham-council-after-explosive-argument-in-chamber-and-nazi-insults/ar-AA1w7c81

2। এধরনের কাজ সমাজে বিভক্তি স্পষ্ট করে জাগিয়ে দেয়। মুনাফিকরা অনুপ্রেরণা পায় এবং ফুলে-ফেপে উঠার চেষ্টা করে। সামাজিক শত্রুরা প্রশ্রয় পায়।

3। খলীফা তার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় কিনা তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ দানা বাধে, যা খারেজি চরমপন্থা উস্কে দেয়।

4। শাতিমের কাজ বাগী রাষ্ট্র কেন্দ্রের দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করে।

5। জনতা যিম্মীদের সংশ্লিষ্টতা ও মদদের ব্যাপারে সন্দেহ করতে শুরু করে। সামাজিক বিশ্বস্ততা খর্ব হয়।

6। জনগণের ধর্মীয় আত্ম-পরিচয় হুমকির মুখে পতিত হয়।

7। খলীফার সফট পাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

8। কাফের দেশগুলো শাতিমকে পুজি করে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে পারে।

আজকের পরিস্থিতিতেও শাতিমের কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। ফলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শাতিমের কাজকে ক্ষতিকর বলা ভুল নয়।

2। কর্তব্যজ্ঞান deontology

এর সমর্থকদের মতে, কর্ম তার প্রকৃতিগতভাবেই ভাল-মন্দ হয়।

এর অন্যতম সমস্যার উদাহরণ হল,

- সত্য বলা সকল অবস্থায় ভাল হলে, পলাতক মজলুমের ব্যাপারে যালিমকে সত্য তথ্য দিতে আপনাকে বাধ্য থাকতে হবে। এভাবে ব্যক্তিকে দোটানায় ফেলে দেয় এই তত্ত্ব।
- বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন সমাজে ভাল বা মন্দ হিসাবে অভিহিত হয়। ফলে কোন কাজকে সন্দেহাতীতভাবে ভাল-মন্দ বলে চিহ্নিত করা যায় না।
- অনেক ক্ষেত্রে সদিচ্ছার ফলাফল খারাপ হয়। কিন্তু কর্তব্যজ্ঞান তত্ত্ব সেসব কাজে নিষেধাজ্ঞা দেয় না।
- একাধিক কর্তব্যের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা নেই।

কান্টের চোখে কটূক্তিকারী

এতদসত্ত্বেও শাতিমকে মূল্যায়ন করা যাক-

1। যদি কটূক্তি করা ভাল কাজ হয়ে থাকে। তাহলে তা সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় সন্তানের জন্য পিতামাতাকে অপমান করাও ভাল বলে বিবেচিত হবে; যা অগ্রহণযোগ্য।

2। শাতিম মানব সত্ত্বাকে অবমূল্যায়ন করে। যা কর্তব্যজ্ঞানে অনুমোদিত না।

আরও অনেক প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। তবে সারমর্ম এই যে, যুক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যতীত শাতিমকে এই তত্ত্ব দ্বারা মাসুম সাব্যস্ত করা সবচেয়ে কঠিন। জিরোম নিউ (কান্টের অনুসারী) বলেন যে, নৈতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে আন্তরিকভাবে সামাজিক চাপের ব্যাপারে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যেতে পারে। এটাও সম্ভব না হলে যেন, উপরে উপরে যেন প্রত্যেকেই অন্য ধর্মের প্রতি সবাই শ্রদ্ধা দেখায়। তার বক্তব্য, Whatever may be the truth about love, grief, and other emotions, we can show respect even if we do not feel it...the outer manner may be easier to

maintain if it is generated from an inner attitude. The respect due persons, their dignity, is, within Kantian morality, derivative from or equivalent to the respect due to the moral law.

3। সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব

জন লক, থমাস হবসের কাল্পনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ একে অপরের সাথে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য এবং চুক্তিবদ্ধ।

- কিন্তু এধরনের চুক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মানুষ সর্বদা আবেগের উপর যুক্তিকে প্রাধান্য দিবে এমন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- কোন সমাজে জন্মের আগে কাউকে প্রচলিত আইনের প্রতি তার সম্মতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয় না। জন্মের পরে জোরপূর্বক আইন চাপিয়ে দেয়া হয়।
- ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বললেও এসবের বালাই নেই। আপনাকে বিভিন্ন আইন চাপিয়ে দিয়ে ভ্যাকসিন নিতে বাধ্য করা হবে।
- জনগণ রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ, এই অজুহাতে রাষ্ট্র বিভিন্ন যুলুমের আইনি বৈধতা পায়।
- কারও ভালোবাসার হক আদায় কেন ভাল কাজ তার ব্যাখ্যা নেই। ইত্যাদি।

এই তত্ত্বের আলোকে বিচার করতে গেলে কোন কাজ সমাজ বা রাষ্ট্রের বিদ্যমান প্রথা বা আইনের উপর নির্ভরশীল হয়। ফলে ভাল-মন্দের হিসাব নিকাশ কিছুটা আপেক্ষিক হয়ে যায়। তবে কোন সমাজেই কোন ব্যক্তিকে অপমান করা ভাল বলে বিবেচিত হয় না। সেই হিসাবে এই কাঠামোতে তা অন্যায়।

অন্যান্য

4. পুণ্য নীতিশাস্ত্র virtue ethics

এরিস্টটলের মতে, সদগুণের শিক্ষা ও সুন্দর জীবন যাপনের দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়।

এই মতামত আসলে কর্মের ভাল-মন্দ নিয়ে সুস্পষ্ট সমাধান দেয় না। অনেক ভাল লোক অনেক সময় পদস্খলনের শিকার হয়। কাউকে নিশ্চিতরূপে মানদণ্ড হিসাবে কিভাবে নেয়া যায়?

কিন্তু এই অকার্যকর কাঠামো অনুযায়ীও নিশ্চিতরূপে বলা যায়, শাতিম একজন দুষ্কৃতিকারী। কারও ব্যাপারে কটূক্তি করা, অপমানকর কথা বলা কোন ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না।

5। উপস্কার নীতি care ethics

নারীবাদী মুশরিকদের এই তত্ত্বে প্রায়ই আগ্রহী দেখা যায়, যা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এই তত্ত্ব খোলাখুলিভাবে স্বজনপ্রীতিকে উস্কে দেয়। বৃহৎ পরিসরে দেখার সক্ষমতা ও সুযোগ এখানে নেই।

নীতি ও যুক্তির চেয়ে আবেগের উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। এতে তত্ত্বটি নারী বান্ধব হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত কম আবেগ প্রভাবিত পুরুষরা কোনঠাসা হতে পারে। আবার সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ না করায় ভাল-মন্দের বিভেদ ক্ষীণ হয়ে যায়।

এই তত্ত্বের আলোকেও পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় বলে কটূক্তি করা খারাপ বিবেচিত হয়।

6। আপেক্ষিকতাবাদ

এখানে সবই আপেক্ষিক। কারও কাছে যা ভাল, অন্যের কাছে তা খারাপ। এই নীতির অস্তিত্ব-ই আসলে নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অসার করে দেয়। কারও কাছে কটূক্তি করা ভাল কাজ মনে হলে, আমার কাছে তা হত্যার যোগ্য অপরাধ গণ্য হতেই পারে।

7। ঐশী হুকুম

এই তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ যা ভাল বলেন তাই ভাল। যা আমাদের অনুকূলে আছে।

8। প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব

এর দাবি অনুযায়ী, মানুষ তার প্রকৃতি বা সত্বাগত কারণে ভাল খারাপ চিনতে পারে। যদিও তা পুরোপুরি সত্য না। ফিতরাতের কারণে কিছু ক্ষেত্রে ঠিক-ভুল আলাদা করা গেলেও সব আলাদা করা যায় না। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে আল্লাহ তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান করবেন।' (সুরা আনফাল : আয়াত ২৯)

একারনে নানা সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

যেমন - মানব প্রকৃতি অস্পষ্ট, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন জিনিসকে ফিতরাত দাবি করতে পারে, তাই ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। মানুষের সৃষ্ট আইন ও প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী হলে, তখন কি করণীয়? এখানে আবেগ অনুভূতির স্থান নেই। কাজের ফলাফলের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই।

- তত্ত্বানুযায়ী, মানুষ জন্মগত মর্যাদা ধারণ করে। তাকে অপমান করা উচিত না।
- দয়া মানব প্রকৃতির অংশ। কেউ ভুল করলেও তাকে অপমান করা যায় না।
- সামাজিক সৌহার্দ্য বিনষ্টকারী কাজ করা অনুচিত। কটূক্তি এমনই কাজ।

মূলত এগুলোই প্রধান প্রধান শাখা। উপরের শাখাগুলোর মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়ে আরও কিছু শাখার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। তবে যেহেতু প্রধান শাখায় কটূক্তি খারাপ প্রমাণিত হয়ে গেছে, তা থেকে উৎসারিত নীতিও একই পরামর্শ প্রদান করবে। এই শাখাগুলোর কোন কোনটি phronesis (ব্যবহারিক জ্ঞান) কে গুরুত্ব দেয়। ফ্রোনেসিস ইতিবাচক ফলাফল প্রত্যাশা করে। অপমান বা কটূক্তি আমাদের কোন ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করে না। বরং একটা কলহ বা ঝগড়ার উস্কানি দেয়। তাই এই কাজকে ভাল মনে করার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

অপমানের বৈধতা প্রসঙ্গ

অপমান নিয়ে গবেষণা করেছেন এমন একজন ব্যক্তি হলেন জিরোম নিউ। তার *sticks and stones* বইয়ে তিনি বলেছেন, কাউকে অপমান করা তখনই যৌক্তিক হয়, যখন কোন বেয়াদবকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তা করা হয়। তার ভাষায়, where the disappointed expectations are presumptuous, and insulting is a proper putting of someone in their place, a puncturing of pretensions।

কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস শ্যাকেলের মতে, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেখলে অপমান করা উচিত। তার ভাষায়, People in power deserve it when they stupidly,

arrogantly or indifferently muck up our lives, something they do routinely. They deserve it most especially when they misuse their authority, such as when they do so to display their power by make someone's life worse or for the purpose of getting their own back on someone who resists their misuse of power.[1]

গুলেপফ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাস্টিন কার্টার উপরের উভয়ের অনুরূপ বলেছেন যে, মজলুম পাল্টা অপমান করতে পারবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন নম্র ভদ্র, আদিল ব্যক্তি হিসাবে তার যামানার শত্রুদের কাছেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার উপর একজন মৃত ব্যক্তি। এতদাসত্বেও তাকে অপমান করা ব্যক্তির প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু সাব্যস্ত করে না।

পিয়ার্স কলেজের দার্শনিক কেলি উইরাইখ তো অপমান করা থেকে দূরেই থাকতে বলেছেন। একান্ত করতেই হলে যেসব শব্দভাণ্ডার[2] ব্যবহার করতে বলেছেন তা অন্তত শাতিমদের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব না।

উল্লেখ্য এসকল বস্তুবাদী দার্শনিকদের অনেকেই (যেমন-জাস্টিন কার্টার) নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদী; যে তত্ত্বের উন্মাদ দাবিসমূহ কিঞ্চিৎ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ইংরেজিতে বিশ্লেষণ যখন করেছে, তখন সত্য বলেছে ধরে না নিয়ে সকল অবস্থায় অপমান থেকে বিরত থাকার ইসলামি পরামর্শ দিচ্ছি; সেটাও নয় ইংরেজিতেই দিলাম।[3]

এই বিশাল আলোচনার আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ স্বাভাবিক বিচার -বুদ্ধি থাকলে শাতিমের কাজকে ভাল মনে করার অবকাশ নেই। তবে সামনের আলোচনার ভিত্তি মজবুত করবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন প্রশ্ন হল, অপমান এবং কটূক্তি করা খারাপ, কিন্তু তা কি শাস্তিযোগ্য?

---

[1] https://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2013/11/in-praise-of-insult/

[2] https://ncdj.org/style-guide/

[3] https://darulifta-deoband.com/home/en/qa/8889

বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রায় সবাই অপমান করাকে অনৈতিক মনে করলেও এই ব্যাপারে একমত যে, কটূক্তিকারীকে আইনের আওতায় আনা যাবে না। এর পিছনে কারণ স্পষ্ট; একজন সেকুলারের কাছে সকল ধর্মই সমানভাবে ভুয়া। আর পরিস্থিতি যখন তা-ই, তখন কাউকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যৌক্তিক হতে পারে না।

জিরোম নিউ-য়ের একটা উক্তি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, I have tried to argue that offense is less of a danger than the stifling of free speech. There might in the end be no limit to religious sensitivities and ultimately no scope for freedom of expression.

তার বক্তব্যের রদ করা কঠিন কিছু না। কিন্তু আজকে সেদিকে না যাই। মূলত, আমাদের মতো সে-ও তার ধর্মের মূলনীতিকে হুমকির মুখে ফেলতে রাজি না; যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এখন আমরা দেখবো শাতিমকে আইন প্রণয়ন করে অপরাধী সাব্যস্ত করা খলীফার পক্ষে যৌক্তিক কিনা।

প্রথমত, বিভিন্ন দেশে যেখানে হলোকস্ট কিংবা আর্মেনিয়া হত্যাকাণ্ড অস্বীকার করলেই জেলে যেতে হয়,[4] সেখানে এতটুকু তো প্রমাণ হয়েই যায় যে, বাক-স্বাধীনতা অসীম নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিযোগ্য। আর এখন তো স্পিচ আইন প্রক্রিয়াধীন আছেই।[5]

গায়িকাদেরও আজকাল সুশীল কথায় গান গাইতে হয়; যা বাক-স্বাধীনতার অবাধ না হবার ব্যাপারে সামাজিক সম্মতি প্রমাণ করে।[6])

দ্বিতীয়ত, ধর্ম আইনের অন্যতম উৎস। ধর্মে শাতিম হত্যার কথা থাকলে তা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের জন্য অযৌক্তিক কিছু না।[7]

---

4 https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2007/holocaust-deniers-sent-prison

5 https://academic.oup.com/book/9256/chapter-abstract/155957982

6 https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/01/when-beyonce-dropped-the-same-ableist-slur-as-lizzo-on-her-new-album-my-heart-sank

7 https://bangla.bdlawpost.com/2024/07/definition-nature-and-sources-of-law-in.html

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম সত্ত্বা। সে সার্বভৌম একারনেই যে, সে তার খেয়ালখুশি মতো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

মানবাধিকার কার্ড

এর বিপরীতে কেউ কেউ মানবাধিকার কার্ড ফেলতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানবাধিকার আইন মানুষের বানানো। নিজে একজন মানুষ হয়ে আরেকজনের বানানো আইন মানার চেয়ে নিজের বানানো আইন মানা অনেক ভাল। তাছাড়া কিছু লোক নিজেদের বানানো ফিরিঙ্গি আইন সার্বজনীন দাবি করলেই সেটা সার্বজনীন হয়ে যায় না। এমনকি কথিত মানবাধিকার আইনের প্রাথমিক সংস্করণের ব্যাখ্যাও রিদ্দা-র আইনের বিরোধী ছিল না। অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যা কে করছে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।[8] বস্তুত এই সার্বজনীন মানবাধিকারের ধারণা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেয়ে বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করেছে। অতীতে প্রত্যেক ধর্ম ভিত্তিক রাজ্য নিজ নিজ সীমানায় স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধ করলেও অধিকৃত ভূখণ্ডে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ছিল। বর্তমানে কথিত সার্বজনীন মানবাধিকার সার্বজনীন যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করেছে, কথিত পিস কিপিং ফোর্স সৃষ্টি করেছে, দেশে দেশে ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধর-পাকড় করে জনমনে নিরাপত্তাহীনতা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

ফলবাদ নিয়ে আলোচনায়, শাতিম কেন জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য হুমকি তার 7 টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার বলে শাতিমকে শাস্তির আওতায় আনতে পারে। কথিত মানবাধিকার আইনের ধার ধারার কোন কারণ নেই।

---

https://www.bdlawnews.com/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8/

https://wikioiki.com/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8/

[8] https://www.bespacific.com/a-history-of-blasphemy-laws-in-the-united-states/

ক্ষতি নেই? Harm Principle

- শাতিমকে বাচাতে harm principle ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, ক্ষতি এখানে অসংজ্ঞায়িত ও আপেক্ষিক । আবার, শুধু সম্পদ ও প্রাণ কেন এই নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে? পাশাপাশি সম্মান কেন জান-মালের সাথে এই নীতির অন্তর্গত হবে না? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। (উল্লেখ্য, বস্তুবাদী চোখে সম্মান ব্যক্তির অধিকৃত কিছু না। একারণে নারীবাদীর স্বেচ্ছায় রূপ ও দেহ বিসর্জন দিতে দেখা যায়)

  মানুষের মুখের কথার কারণে কারও ক্ষতি হয় না, এমন ধারণা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। আজকাল শোনা যায় online bullying এর শিকার হয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। প্রমাণ স্বরূপ লিংক দিয়ে কলেবর বৃদ্ধি করব না। এতে বুঝা যায় যে, কথা দ্বারা মানুষের কোন ক্ষতি হয় না- উদারবাদীদের এই দাবিটি ভুয়া।

যখন কথা দ্বারা ক্ষতির বিষটি প্রমাণ হয়ে গেল, তখন পরম বাক-স্বাধীনতার যৌক্তিকতা থাকে না। আর যখন সীমারেখা আরোপের আলোচনা আসে, তখন ইসলামী সীমারেখা অনুসরণের চেয়ে অন্যকিছুকে উত্তম প্রমাণ করা যায় না।

- আজকাল পরিবেশের ক্ষতি করলে জেল-জরিমানা হয়। অথচ পরিবেশ হাত-মুখ কিছুই নেই। এটাকে জোরপূর্বক আইনি সত্বা বানিয়ে রাষ্ট্র পরিবেশের পক্ষ নিয়ে আইনি লড়াই করে। এমতাবস্থায় কেন ব্যক্তির সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটা আইনি নিরাপত্তা পাবে না? কিংবা কটূক্তিকারী শাস্তি পাবে না তার কোন জবাব নেই।

সংক্ষেপে, হাতের স্বাধীনতা নাকচ করা মর্মে উদারপন্থীদের যৌক্তিক ভিত্তি মজবুত নয়।

শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ

অপরাধের মাত্রা যত বেশি হয়, শাস্তি তত বেশি।[9]

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাক্যালেস্টার বেল বলেছেন, অপমানকারীকে পাল্টা অবজ্ঞার শিকার বানাতে হবে। তার ভাষায়, One way of protecting oneself from feeling insulted would be to muster a targeted counter-contempt towards one's insulters. Such a targeted

---

[9] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proportionality_(law)

counter-contempt would protect targets from feeling insulted, and it may help victims of racist and sexist insults maintain their sense of self-respect.[10]

আমাদের বক্তব্য হল, একজন ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে অপমান তখনই করা সম্ভব, যখন তার সত্ত্বার অস্তিত্বের গুরুত্বকেও অবজ্ঞা করা হয়। আর এই চরম পর্যায়ে উপনীত হবার কারনও আছে। কারনটা হল, আমি যাকে আমার প্রাণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই, সেই সত্ত্বা অবজ্ঞার শিকার হয়েছে। অন্য কথায়, শাতিম আমার অস্তিত্বকেই অবজ্ঞা করেছে।

ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে সবকিছু থেকে প্রিয়, তবে আমার জান ছাড়া। তখন নবীজী (সা.) বললেন, না ওমর, এতে হবে না। যে সত্তার হাতে আমার জান তাঁর কসম! (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না,) যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার জানের চেয়েও প্রিয় না হই। পরক্ষণেই ওমর (রা.) বললেন, হাঁ এখন তা হয়েছে; আল্লাহর কসম! (এখন থেকে) আপনি আমার কাছে আমার জানের চেয়েও প্রিয়। তখন নবীজী (সা.) বললেন, হাঁ ওমর! এখন হয়েছে। (সহীহ বুখারী : ৬৬৩২)।

স্পষ্টত:, এই হাদিস সকল মানুষের ব্যাপারে না, তাই এই যুক্তি অন্য সাধারণ মানুষের ব্যাপারে খাটে না। অন্যদের ব্যাপারে বেল কিংবা কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস শ্যাকেলের পাল্টা অপমানের পথ অনুসরণ করার চেয়ে চুপ থাকা ভাল। কারণ নিজে ঠিক জেনেও তর্কে চুপ থাকলে জান্নাতে উচু ঘর পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্।

এই যুক্তি হিন্দুদের গোপ্রীতির অনুরূপ নয়। কারণ মানুষের উপর গরুকে প্রাধান্য দেয়ার মত গাজাখুরী দর্শন, প্রায় সকল প্রকার প্রস্তাবিত নীতিশাস্ত্রের বিরোধী। special pleading ছাড়া গরুকে অন্যান্য পশুর উপরেই প্রাধান্য দেয়া যায় না, সেখানে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি altruism মানব ইতিহাসে ও সাহিত্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

শাতিমের জন্য এই চরম শাস্তির আরও কারণ হল, সে পরোক্ষভাবে আল্লাহ, কুরআন, সকল পবিত্র বিষয় এবং অদৃশ্য জগতের মত প্রকৃত বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তার নিজের অস্তিত্বকেও অর্থহীন

[10] https://ndpr.nd.edu/reviews/sticks-and-stones-the-philosophy-of-insults/

প্রমাণ করেছে। আর ইহজীবন প্রকৃত বাস্তবতা নয়, near death experience এর অতি মজবুত প্রমাণ। মুফতি তাকী উসমানী হাফি: -এর 'দুনিয়ার ওপারে'[11] এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কর্ম।

যাইহোক, এই যুক্তিতে সকল কাফের হত্যার উপযুক্ত হলেও আইনের বলে তাদের নিরাপত্তা দেয়ার কারণে হত্যা করা যায় না। শাতিম অন্যদিকে সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাকে হত্যাই তখন আইনের শাসন বলে বিবেচিত হয়।

আর প্রাণের চেয়ে মূল্যবান সত্বাকে অবজ্ঞা করার বিপরীতে অপমানকারীর অস্তিত্বের অধিকারকে অবজ্ঞা করা নিছক দাবিই নয়; আমাদের ভাইয়েরা যে নিজেদের প্রাণের চেয়ে নবীজির সম্মানের ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন তা তো আদালত প্রাঙ্গণে তাদের হাসি থেকেই স্পষ্ট। সুতরাং আমাদের দাবি এবং কাজ পরস্পর বিরোধী নয়। বরং সেকুলারদের পক্ষ থেকে তাদের মেটাফিজিক্যাল অবস্থানের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়োজন আছে। ভুলে গেলে চলবে না, মৃত্যুকে অবজ্ঞা করার নামই বীরত্ব। দু:খজনকভাবে ক্যামেরার সামনে বলিষ্ঠ কণ্ঠী শাতিমদের বাস্তবে তেমন পাওয়া যায় না।

“Valor is the contempt of death and pain.” — Tacitus

---

[11] https://archive.org/download/TaqiUsmaniBN/Duniyar-Opare%28Almodina.com%29.pdf
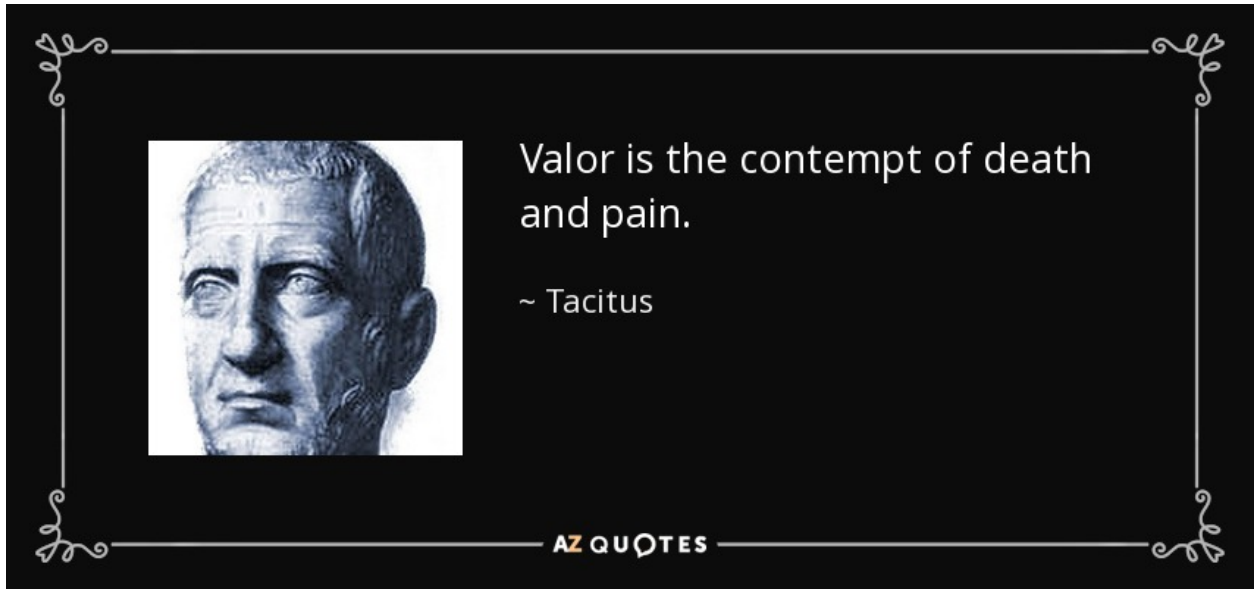
বস্তুত, শাতিমের সাজা মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা বেশি কিছু হওয়া উচিত। কারণ সে যাকে অবজ্ঞা করেছে সেটা আমার প্রাণের চেয়ে দামি। কিন্তু দুনিয়াতে যেহেতু মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া অসম্ভব, সেহেতু এখানেই সীমিত রাখতে হল।

এখন যেহেতু আমরা শাস্তির মাত্রা মৃত্যদণ্ড হওয়া এবং খলীফা কর্তৃক তা কার্যকর করার বৈধতা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পেরেছি; খলীফার অনুপস্থিতিতে তা কার্যকর করা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যাক।

চূড়ান্ত রদ

শাতিমের কাজ একটি স্বেচ্ছামৃত্যু প্রক্রিয়া বা এউথানাসিয়া Euthanasia। কারণ শাতিমকে যে আমরা হত্যা করি এটা তো সুবিদিত। বেহুদা না জানার বা জোরপূর্বক হত্যার নাটক করার কিছু নেই। আর বহু দেশে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসম্মত। https://worldpopulationreview.com/co...thanasia-legal

আর শাতিমের বেচে থাকার ইচ্ছা আছে কিনা জানা জরুরি না। কোমায় থাকা বা অজ্ঞান থাকা রোগীকেও মারা যায়। https://www.nhs.uk/conditions/euthan...isted-suicide/
একইভাবে গর্ভের শিশুর বেচে থাকার ইচ্ছাও ধর্তব্য না।
https://www.ohchr.org/en/statements/...ioritized-over
শুধু তাই না, জ্ঞান থাকা লোকের ক্ষেত্রেও বেচে থাকার ইচ্ছা আছে কিনা জানা জরুরি না।
https://www.bbc.co.uk/ethics/euthana...volinvol.shtml
একইভাবে সন্তান প্রসবের পরেও , কোনও শারীরিক ত্রুটি না থাকলেও পিতামাতার আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে হত্যা করা যৌক্তিক বলে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন।
https://jme.bmj.com/content/39/5/261
শাতিমের ব্যাপারটি এরকম ব্যতিক্রমের একটি যেখানে জীবনের অধিকার ধর্তব্য না।

শাতিমের জন্য মব জাস্টিস

সেকুলার দেশে থেকে শাতিম হত্যা নিষিদ্ধ হলেও ইসলামি দেশের প্রেক্ষাপটে শাতিম হত্যা অত্যন্ত যৌক্তিক, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি ইসলামি হুকুমত না থাকে, তখন?

মৌলিক নৈতিক ভিত্তি

শাতিমের শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে গিয়ে যে মেটাফিজিক্যাল ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে, তা খিলাফাতের অস্তিত্ব থাকাকে আবশ্যক করে না। কারণ ইসলামি শাসন থাকুক বা না থাকুক, সকল শর্তেই মুমিনের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজের জীবনের থেকেও প্রিয়। ফলশ্রুতিতে, শাতিমকে হত্যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামি দেশের সীমানা ও অস্তিত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। moral justification হিসাবে এটাই প্রথম ভিত্তি প্রদান করে।

ইসলামি আইনের চোখে দেখলে শাতিমকে হত্যা বৈধ। মুসলমানদের আইন সংবিধানে যুক্ত করা হয় নি, এটা শাসকের দোষ। রাষ্ট্র গঠন করতে সার্বভৌমত্ব লাগে। কিন্তু রাষ্ট্র না থাকলে সার্বভৌমত্ব না থাকার বিষয়টা আমার কাছে স্পষ্ট না। কারণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ, আর ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও মুসলিম জনগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তাই সার্বভৌম ক্ষমতা লোপ পায় নি, শুধু ক্ষমতার প্রয়োগকারী অনুপস্থিত বা অনিচ্ছুক। এমতাবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে vigilante activity ছাড়া উপায় নেই।

এর কিছু ইতিবাচক গুরুত্ব

1। যেহেতু মুসলিমরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুবিচার পাচ্ছে না। মব জাস্টিস এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

2। বিদ্যমান কল্পিত সামাজিক চুক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অবমাননা করে; আল্লাহর সাথে রূহের জগতের চুক্তিকে সত্যায়িত করে।

3। উম্মাহ তার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন উপলব্ধি করতে পারে।

4। জনগণ প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার চেয়ে শাতিম বিচারে অধিক একাত্মতা অনুভব করে।

একাকী বা লোন উলফের যৌক্তিকতা

এজাতীয় crime control vigilantism কালেভদ্রেই bystander vigilantism হয়ে থাকে এবং অনেক উল্লেখযোগ্য নৈতিক ন্যায্যতার কারণ দর্শানো যায়-

- পাশাপাশি এই হত্যাকাণ্ড কোন স্বার্থান্বেষী কারণে সংগঠিত হয় না; বরং উম্মাহর স্বার্থে হয়ে থাকে।

- হত্যাকারীরা রাষ্ট্রের আদর্শগত পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।
- উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্যের কারণে এই হত্যা উপযোগিতাবাদ দ্বারা সমর্থনযোগ্য বলে আমরা মনে করি।
- সামাজিক সমর্থন এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান বৈধতা দানকারীর একটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট দেখলেই বুঝা যায় যে নিহত ব্যক্তি কোন সমবেদনা পাচ্ছে না।
- শাতিমকে হত্যা করা হয় ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে; এটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে তুলনা করা যায় না।

তা সত্ত্বেও, আমাদের বিপ্লবী ভাইদের ফাসি দেয়া হয়। কারণ, For the powerful, crimes are those that others commit[12]
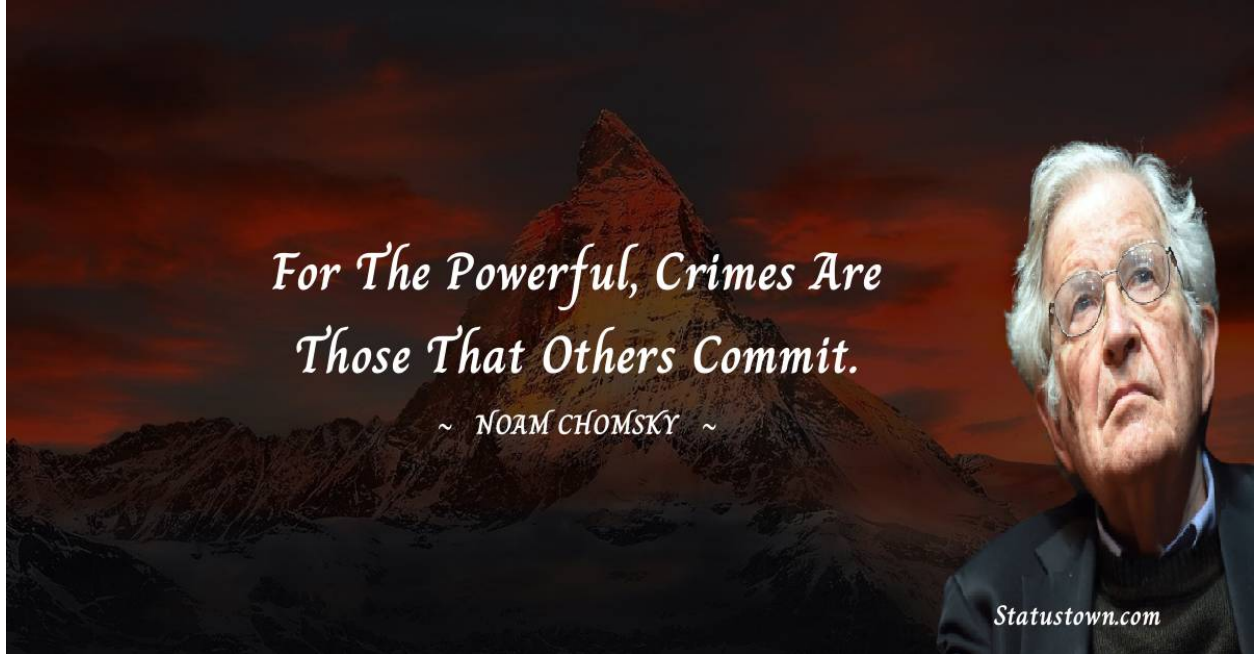
[12] Noam Chomsky, David Barsamian (2010). "Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World", p.73, Macmillan

সম্ভাব্য সমালোচনা

এটাকে wild justice বললেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি এটা নেহায়েত আবেগ তাড়িত অবিবেচিত কর্ম নয়। বরং পিলিয়াভিন ও রোডিনের মতে, এটা হন্তারকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।[13]

ল্যান্স শটল্যান্ড Spontaneous Vigilantism: A Bystander Response to Criminal Behavior নিবন্ধে লিখেছেন, the observation of an emergency creates an emotional state on the part of the observer. This state can range from disgust to rage depending upon the circumstances. The more a bystander can empathize with the victim, the more intense this emotional state will be...The benefits accrued by participating in spontaneous vigilantism are the reduction of this emotional state and the belief that this act will help make the participant and his community safer. Thus, he lowers his anxiety over the crime rate in his community by taking personal action...spontaneous vigilantism... may be expected when the following conditions exist: a) where the interpretation of the incident is unambiguous and clear. (b) Where the opinion of the bystanders or community is unanimous concerning the blame for the crime

অর্থ- জরুরি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে পর্যবেক্ষকের মধ্যে এক ধরণের আবেগগত অবস্থা তৈরি হয়। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এই অবস্থা ঘৃণা থেকে শুরু করে ক্রোধ পর্যন্ত হতে পারে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী যত বেশি ভুক্তভোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন, এই আবেগগত অবস্থা তত তীব্র হবে।...স্বতঃস্ফূর্ত সচেতন যোদ্ধার অংশগ্রহণের ফলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তা হল, এই মানসিক অবস্থা হ্রাস করা এবং এই বিশ্বাস যে, এই কাজটি অংশগ্রহণকারী এবং তার সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করবে। এইভাবে, তিনি ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে তার সম্প্রদায়ে অপরাধের হার সম্পর্কে তার উদ্বেগ কমিয়ে আনেন।...স্বতঃস্ফূর্ত সতর্কতা... নিম্নলিখিত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে আশা

---

[13] I. Piliavin. J. Rodin and J. Piliavin, "Good Samaritanism: An Underground Phenomenon?" Journal of Personality and Social Psychology 13 (1969): 289-99

করা যেতে পারে: ক) যেখানে ঘটনার ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থহীন এবং স্পষ্ট। (খ) যেখানে প্রত্যক্ষদর্শী বা সম্প্রদায়ের মতামত অপরাধের দোষের বিষয়ে একমত।

তানজিমের অধীনে

- তানজিম এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে থাকলে তা যুদ্ধের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে এটা মোটেই first degree murder এর আওতায় আসবে না, এধরনের targeted killing এক প্রকার excusable homicide এর অংশ বলা যেতে পারে।
- তানজিম বিদ্যমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার চেষ্টা করছে। এটা রাজনৈতিক সংগ্রাম, অপরাধ নয়।

"All politics is a struggle for power; the ultimate kind of power is violence."

— C. Wright Mills
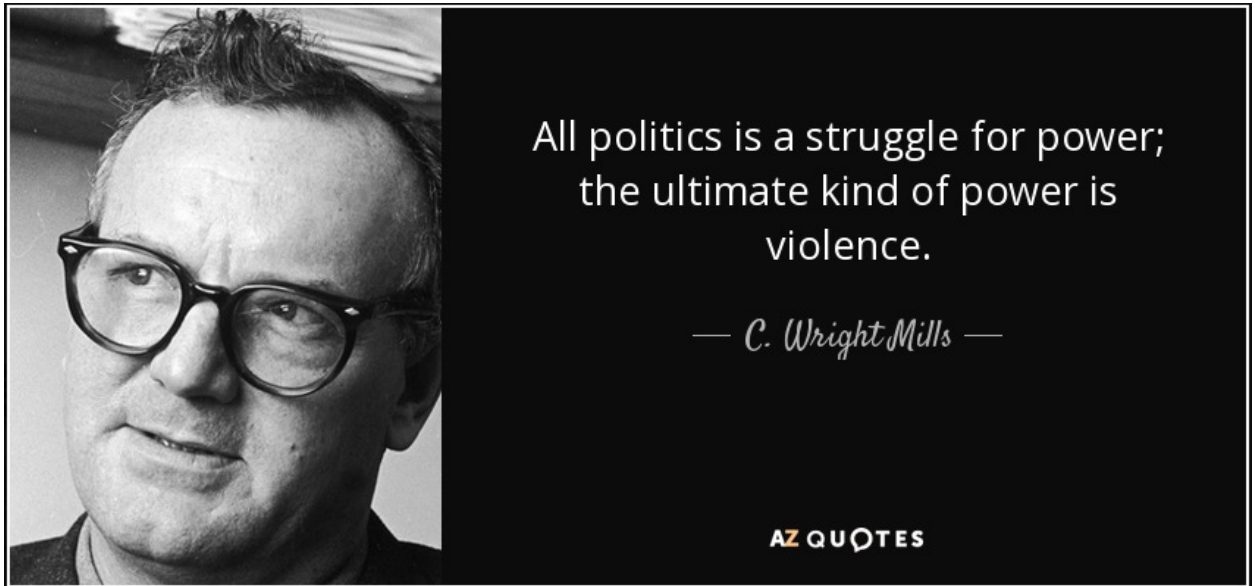
The purpose of armed struggle is not simply to kill... its purpose is to reach a political goal.

- Abu Abbas

অভিজাতবাদী (elitist) পারেতো লিখেছেন, In virtue of class-circulation, the governing elite is always in a state of slow and continuous transformation. .. From time to time sudden and violent disturbances occur... Afterwards, the new governing elite again resumes its slow transformation.[14]

অর্থ- শ্রেণী-চক্রের কারণে, শাসক অভিজাতরা সর্বদা ধীর এবং চলমান রূপান্তরের অবস্থায় থাকে... সময়ে সময়ে হঠাৎ হিংসাত্মক অস্থিরতা দেখা দেয়... এরপর, নতুন শাসক অভিজাতরা আবার তাদের ধীর রূপান্তর পুনরায় শুরু করে।

মোস্কা লিখেছেন, the tendency to replenish ruling classes from below--is constantly at work with greater or lesser intensity in all human societies. At times the rejuvenation comes about in rapid or violent ways.[15]

অর্থ- নিচ থেকে শাসক শ্রেণীকে পুনরায় পূরণ করার প্রবণতা - সমস্ত মানব সমাজে বৃহত্তর বা কম তীব্রতার সাথে ক্রমাগত কাজ করছে। কখনও কখনও এই পুনর্জাগরণ দ্রুত বা হিংসাত্মক উপায়ে ঘটে।

সম্ভাব্য সমালোচনা

তানজিমের পক্ষ থেকে পরিচালিত মিশনকে vigilante politics হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অনেকেই এর সমালোচনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আরোপিত অভিযোগের প্রায় কোনটাই আমাদের বিরুদ্ধে ধর্তব্য নয়। যেমন জন লক, রোজেনবাম ও সেডেরবার্গের মতে এজাতীয় কাজে সমাজে রক্তপাত বেড়ে যাবে। কিন্তু আমরা তেমন কিছু গত দশকে দেখি নি। লক লিখেছেন, it is unreasonable for Men to be Judges in their own Cases, that Self-love will make men partial to themselves and their Friends. And on the other side, that III Nature, Passion and Revenge will carry them too far in punishing others[16]

---

[14] Vilfredo Pareto, The Mind and Society, ed., Arthur Livingston (New York: Harcourt, Brace, 1935), 4: 1569.

[15] Gaetano Mosca, The Ruling Class, ed Arthur Livingston (New York: McGraw-Hill, 1939), pp. 413

এটা একটা যৌক্তিক আশঙ্কা যে, পরিস্থিতি স্বজনপ্রীতি, অবিচার এবং যুলুমে পৌছাতে পারে। কিন্তু শাতিমের ক্ষেত্রে পরিচালিত অভিযানে এরকম কিছু দেখা যায় নি; এমনকি হবার সম্ভাবনাও নেই, যা যে কোন চিন্তাশীল লোকের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব।

গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা অভিযোগ করতে পারে যে, শাতিম হত্যার সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা মোটা বুদ্ধির পরিচয় দিবে। তাছাড়া ইসলামি মতাদর্শ প্রচলিত গণতন্ত্রের একরকম antithesis পর্যায়ের; সুতরাং গণতন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের সমালোচনা সুবিচার হবে না। অন্যদিকে মুজাহিদ ঠিকই তার সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃত্ব অনুভব করে। এখানে শাতিম স্বয়ং সমাজবহির্ভূত। To be associable one must feel respect for his fellow citizens[17] শাতিম পৃথিবীর 25% মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না। শাতিমের পাওনা বুঝিয়ে দেয়াই সামাজিক সম্প্রীতির পরিচয়।

অন্যান্য অভিযোগ

1। বেচে থাকার অধিকার খর্ব- কেন শাতিম বেচে থাকার অধিকার হারায় আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

2। সুবিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার - শাতিম তার অপরাধের ব্যাপারে প্রকাশ্য বলেই শাস্তির আওতায় আসে। তার কাজ কোন রূপ ব্যাখ্যার দাহি রাখে না। আর bystander vigilantism হলে এগিয়ে আসা নায়ক অস্পষ্ট অপরাধে নিজেকে জড়ায় না যা শটল্যান্ডের আলোচনায় গত হয়েছে। আর তানজিমে বিশেষ শারঈ বোর্ড থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুতরাং ভুল করে কাউকে আক্রমণের প্রশ্ন উঠে না।

উপসংহার

1। কটূক্তি ও অপমান অনৈতিক কাজ।

2। যেসব দার্শনিক কিছু পরিসরে অপমানের অনুমতি দেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব শর্তের বাহিরে।

---

[16] Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (New York: Mentor Books, 1965), p. 314.

[17] Edmond Cahn, The Predicament of Democratic A/an (New York: Dell, 1962), pp. 164-65.

3। ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে অপমানের সাজা মৃত্যু দণ্ড হবার যথাযথ কারণ আছে।

4। ইসলামি দেশের অনুপস্থিতিতেও শাস্তির মাত্রা capital punishment হবার মেটাফিজিক্যাল ভিত্তি অক্ষত থেকে যায়।

5। সেকুলার দেশে মুসলিম সুবিচার পায় না বলে আইন হাতে তুলে নেয়।

6। শাতিম ছাড়া অন্যান্য অপরাধ আইন হাতে তুলে নেয়ার মত গুরুতর নয়।

7। আইন হাতে তুলে নিলে রাষ্ট্রের আইনের লঙ্ঘন হলেও মুজাহিদ কোন মতাদর্শগত স্ববিরোধীতায় লিপ্ত হয় না।

8। তানজিমের অধীনে থেকে শাতিম হত্যা করা নৈতিক ও দর্শনগতভাবে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ (consistent and coherent)

আল্লাহ অধিক জানেন।